16

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 24 MAR 1992
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

মঙ্গলবার ১০ই চৈত্র ১৩৯৮

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ অনার্সের ভর্তি পরীক্ষায় এবার প্রার্থীর সংখ্যা ৪৪ হাজার ৩ শো। নির্ধারিত আসন সংখ্যা হইতেছে ৩ হাজার ৭ শো। প্রার্থী ও আসন সংখ্যার হিসাবে দেখা যায়, প্রতিটি আসনের জন্য ১২ জন ছাত্র-ছাত্রীকে পরীক্ষা দিতে হইতেছে। ভর্তি পরীক্ষার এই বাস্তব চিত্র হইতে প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগের নিদারুণ সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান রচনা করিতেছে এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যে হতাশা ও অনিশ্চয়তাবোধের জন্ম দিতেছে তাহা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার উদ্যম ও প্রেরণাকেই বিনষ্ট করিতেছে কিনা তাহাও আজ সংশ্লিষ্ট সকলেরই আরো সচেতনভাবে ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। শিক্ষাজীবনের উদ্দীপনাময় গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ভর্তি সমস্যার আবর্তে দিশাহারা তরুণ শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার দ্বার হইতে যদি ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে তরুণদের অনিশ্চয়তাবোধ ও অস্থিরতা আরো বৃদ্ধি পাইবে বলিয়াই মনে হয়। যে সব ছাত্র-ছাত্রী একটি মাত্র আসনের জন্য ১২ জন পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করিবে তাহারা একই মানের শিক্ষা, জ্ঞান ও দক্ষতার অধিকারী। সেই শিক্ষা ও দক্ষতা অনুযায়ী তাহারা শিক্ষাগত যোগ্যতার স্বীকৃতিও পাইয়াছে। অথচ উচ্চশিক্ষার দ্বারে আসিয়া সীমিত আসন সংখ্যার সঙ্কটে পড়িয়া তাহাদের সেই শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা প্রায় মূল্যহীন হইয়া যাইতেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার এই বৈপরীত্য ও স্ববিরোধিতা কোনো মতেই গণতান্ত্রিক সমাজের সার্বজনীন শিক্ষার লক্ষ্য হইতে পারে না।

যুগের প্রয়োজন ও বাস্তবতার কথা মনে রাখিয়া যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও বিদ্যমান অচল অবস্থা মোচনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা কর্তব্য। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে একাধিক শিফট চালু করাসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষার প্রচলন করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার বিশ বছরেরও বেশি সময়ে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কতোটা বাড়িয়াছে তাহা ভাবিয়া দেখা এবং বারো কোটি মানুষের দেশে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের অভাব ও ছাত্র ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের সীমাবদ্ধতা শিক্ষাক্ষেত্রে যে ক্রমবর্ধমান সঙ্কটের সৃষ্টি করিতেছে তাহার নিরসনকল্পে সম্প্রসারিত কর্মসূচী ও উদ্যোগ গ্রহণ করা কর্তব্য। দুইটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় চালু হইলেও সেখানে আসন সংখ্যা সীমিত। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আসন সংখ্যা বৃদ্ধিও দুরূহ হইয়া পড়িয়াছে। কলেজে অনার্স কোর্স চালু করা হইলেও একদিকে উচ্চশিক্ষা সম্প্রসারিত সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সঙ্কট অনেক ক্ষেত্রেই কাংক্ষিত লক্ষ্য অর্জন করিতে পারে নাই। সে জন্য নূতন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কলেজগুলিতে অনার্স পড়ার সুযোগ সম্প্রসারণের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন।

নানাভাবে দেশের শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত। তাহার উপর ভর্তি সমস্যার আবর্তে প্রতি বছর যদি এভাবে অগণিত ছাত্রছাত্রীকে বিচলিত ও বিপন্ন হইতে হয়, তাহা হইলে তাহা শিক্ষাবঞ্চিত এই দেশে শিক্ষার সঙ্কট আরো বৃদ্ধিই করিবে। আর শিক্ষার সঙ্কট অর্থ সভ্যতারও সঙ্কট। সে কথাটি মনে রাখিয়া যোগ্যতা ও সামর্থ্য সত্ত্বেও উচ্চশিক্ষার দরজায় নিরুপায় শিক্ষার্থীর যাহাতে এভাবে মাথা কুটিতে না হয় তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা করাই হইবে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এই কর্তব্যটিকে যত আন্তরিকতা ও গুরুত্বের সহিত গ্রহণ করা হইবে ততই সমস্যা সমাধানের পথ সুগম হইবে বলিয়া আমাদের ধারণা। উচ্চশিক্ষা সবদেশেই সুনির্বাচিত সে কথা সত্য। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পরীক্ষা পাস করিয়া ভালো রেজাল্ট ও ভালো নম্বর লইয়াও তরুণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হইতে পারিবে না কিংবা বিফল হইয়া রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিবে, ইহার চাইতে বেদনাদায়ক আর কি হইতে পারে! এই ব্যর্থতার দায়িত্ব আমাদের বয়স্কদেরই লইতে হইবে এবং ইহার সমাধানেরও পথ খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।